ঝিনাইদহে বেড়েই চলেছে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা

ঝিনাইদহের বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলোতে প্রসূতি মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে। গত দেড়মাসে ৭ জন প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অদক্ষ চিকিৎসক ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির অভাব থাকায় বাড়ছে এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা।

জেলা সিভিল সার্জন অফিস সূত্রে বলা হয়েছে, ঝিনাইদহ শহরের শামীমা ক্লিনিকে দুজন, হাসান ক্লিনিকে একজন, আরাপপুর রাবেয়া হাসপাতালে একজন, হামদহ প্রিন্স হাসপাতালে একজন, তাছলিম ক্লিনিকে একজন ও কালীগঞ্জের দারুস শেফা ক্লিনিকে একজন প্রসূতি মারা গেছেন।

গত ২৬ মার্চ শৈলকূপা উপজেলার মির্জাপুর গ্রামের শারমিন বেগম নামের এক প্রসূতি ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর এলাকার রাবেয়া হাসপাতালে ভর্তি হন। তাকে সিজার করা হয়। শিশু ও মা সুস্থ ছিল। তবে কয়েক ঘণ্টা পর প্রসূতির অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ শুরু হয়। রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ও প্রসাব বন্ধ হয়ে যায়। এরপর রোগী কোমায় চলে যায়।

প্রসূতির স্বামী আল আমিন জানান, অ্যাম্বুলেন্সে করে যশোরে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে একটি হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়। চার দিন পর মারা যায়।

হালিমা খাতুন নামে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পার্বতীপুর গ্রামের এক প্রসূতিকে ৪ এপ্রিল শহরের প্রিন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার স্বামী হাবিবুর রহমান জানান, দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে সিজার করা হয়। সিজারের ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা পর প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এরপর প্রসূতির কিডনি বিকল হয়ে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান।

গত ৩০ মার্চ হরিণাকুণ্ডুু উপজেলার তৈলটুপি গ্রামের এনামুল কবিরের স্ত্রী লাভলী বেগমকে কালীগঞ্জ শহরের দারুসশেফা হাসপাতালে সিজার করা হয়। সিজারের পর মা ও শিশু সুস্থ ছিল। এরপর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে একই ভাবে মারা যায়।

গত ১২ এপ্রিল হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভবিতপুর গ্রামের রিনা থাতুনকে শহরের শামিমা ক্লিনিকে সিজার করা হয়। প্রসূতির স্বামী আনারুল ইসলাম বলেন, বেলা ১২টার দিকে সিজার করা হয়। এটি ছিল দ্বিতীয়

[redacted]

[redacted]

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□